খোলা জানালা

বর্ষ ০৪, সংখ্যা ০১, মার্চ ২০১৮

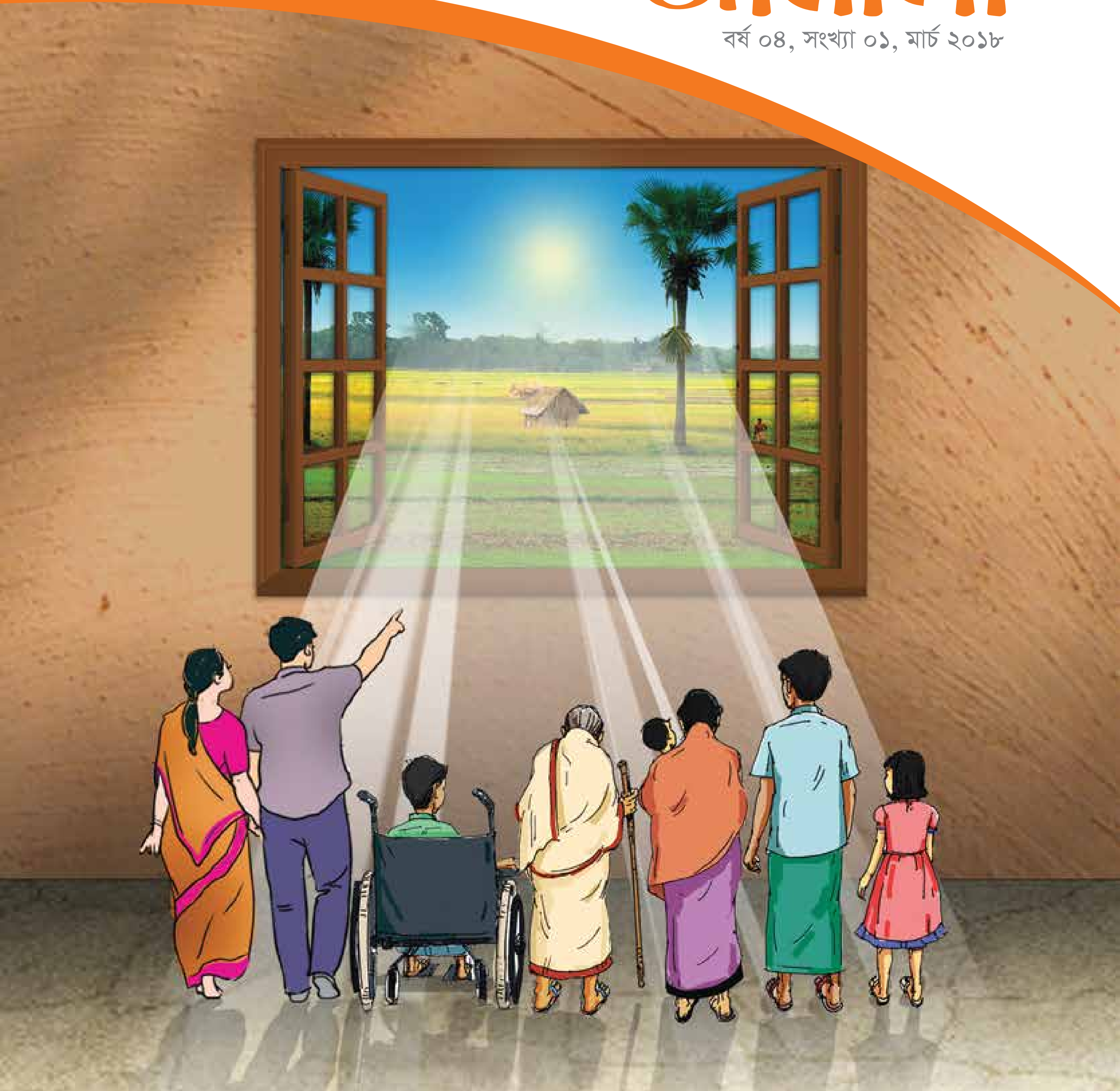

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার হাত ধরে

ন্যায়বিচারের আশার আলো আসবেই

সম্পাদকীয়

সবাইকে শুভেচ্ছা।
খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে
আপনাদের সাথে আলাপচারিতার
গভীর ইচ্ছা থেকে, নতুন সংখ্যা হাতে
আনন্দের সাথে ফিরে এলাম।

সমাজে চলার পথে আমরা অনেক সময় নানা রকম আইনি সমস্যার মুখোমুখি হই। আরও বড় ঝামেলায় জড়িয়ে যাওয়ার ভয়ে, প্রায়ই আমরা এসব ঘটনা উপেক্ষা করি বা এড়িয়ে যাই। আবার কখনো অর্থ ও সঠিক দিক নির্দেশনার অভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরেও ন্যায়বিচার পাওয়া কঠিন হয়। কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে, দেশের সংবিধান- জাতি/গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান যাই হোক না কেন, আমাদের সকলের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার নিশ্চিত করেছে।

আমাদের সবার এই সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে- বিশেষ করে অসহায়, দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার ২০০০ সালে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' প্রণয়ন করে। এই আইনের আলোকে, দরিদ্র ও অসহায় নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে আইনি সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠা করে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (এনএলএএসও)'। জেলা জজকোর্টে অবস্থিত 'জেলা লিগ্যাল এইড অফিস'-এর মাধ্যমে সংস্থাটি সারাদেশে বিচারপ্রার্থীদেরকে নিরলসভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

বন্ধ ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে যেমন আলো-বাতাস আসে, তেমনি ডিল্যাক অফিসের সহযোগিতায় অসহায় বিচারপ্রার্থীরা ন্যায়বিচারের আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন।

এই আলোর মিছিল অব্যাহত রাখতে আমাদেরকে দু'টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে-

১। বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশে বিনামূল্যে সরকারি আইন সহায়তা সকলের জন্য উন্মুক্ত হলে সব চাইতে ভালো হয়। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের সমন্বয় করতে সরকার কিছু যোগ্যতার ভিত্তিতে এই সুবিধা দিচ্ছে।

২। আমাদের বিচারব্যবস্থা ও কারাগার ইতোমধ্যে মামলা ও কারাবন্দির অতিরিক্ত চাপে রয়েছে। তাই মীমাংসা উপযোগী বিরোধে মামলা না করে আপস-মীমাংসা করে নেয়াটাই বিচারপ্রত্যাশী জনগণ এবং বিচারব্যবস্থা উভয়ের জন্য ফলপ্রসূ।

খোলা জানালার এবারের আসরে আমরা আলোচনা করব সরকার প্রদত্ত আইনি সেবা কী এবং কী যোগ্যতাবলে, কীভাবে ও কোথা থেকে বিচারপ্রার্থীরা এই সেবা গ্রহণ করতে পারেন। আরও জানব-বুঝব যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আপস-মীমাংসা মামলা করার থেকে ভালো ও সুবিধাজনক হতে পারে আর কীভাবে তা উভয়পক্ষের আইনি অধিকার নিশ্চিত করে। এছাড়া বরাবরের মত আরো অনেক সচিত্র ও রঙিন আয়োজনতো থাকছেই।

বলে রাখি, এ সংখ্যায় বর্ণিত ঘটনাগুলোর প্রধান চরিত্রগুলোর সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা এড়াতে এবং গণমাধ্যমের নৈতিকতাবোধ অক্ষুন্ন রাখতে কেবলমাত্র তাদের মূল পরিচয়ের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

চলুন আবারো খোলা জানালার সামনে দাঁড়াই আর উপভোগ করি ন্যায়বিচারের আশার আলো ও আইনি অধিকার আদায়ের দিক নির্দেশনার সুবাতাস।

আপনাদের মতামত খোলা জানালাকে সব সময় অনুপ্রাণিত করেছে। প্রতিবারের মত এই পর্বেও আমরা অধীর আগ্রহে আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

এ সংখ্যার আয়োজন

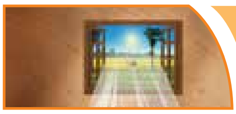

মূল রচনা
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার হাত ধরে
ন্যায়বিচারের আশার আলো আসবেই — পৃষ্ঠা ৩

বিশেষ রচনা
জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে
বিকল্প পদ্ধতিতে আপস-মীমাংসার সুযোগ — পৃষ্ঠা ৭

জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০
বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ এখন হাতের মুঠোয় — পৃষ্ঠা ৯

সচিত্র পাঠ
আইনি সমস্যার সমাধান যাত্রা — পৃষ্ঠা ১০

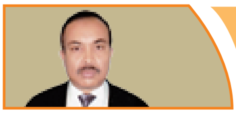

সাক্ষাৎকার
মোঃ জাফরোল হাছান
পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা — পৃষ্ঠা ১২

গল্প নয় সত্যি!
লিগ্যাল এইড অফিসে কিছুই দিলাম না,
কিন্তু কতকিছুই পেয়ে গেলাম — পৃষ্ঠা ১৪

বার্তা কণিকা
কারাবন্দিদের সাথে মেলবন্ধন — পৃষ্ঠা ১৫

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার হাত ধরে
ন্যায়বিচারের আশার আলো আসবেই

অসহায় ও দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০' প্রণয়ন করে। বিনামূল্যে আইনি সেবা দিতে প্রতিষ্ঠা করে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (এনএলএএসও)'। 'সবার জন্য সমান সুরক্ষা এবং গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য সুবিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা' -এই স্বপ্ন নিয়ে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে সংস্থাটি দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ সরকারের এমন একটি আন্তরিক ও কার্যকর উদ্যোগের কল্যাণে কেমন করে অসহায় বিচারপ্রার্থীদের মাঝে আশার আলো আসছে নিচের দু'টি ঘটনায় তা আমরা সহজেই বুঝতে পারবো...

মূল রচনা

ঘটনা ১ :

১৯৯৯ সালে করা এক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত রাবেয়া বেগমকে পুলিশ গ্রেফতার করে ২০১৪ সালে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, এর আগে রাবেয়া তার মামলা এবং মামলার রায়ের বিষয়ে কিছুই জানতে পারেননি। এ অবস্থায় মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছিলেন ৮৫ বছরের এই বৃদ্ধা। আইনি অধিকার সম্পর্কে অসচেতন দরিদ্র রাবেয়া কখনো ভাবেননি তিনি আবার তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারবেন। এমন নিরাশার মাঝেই খুলনা জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লিগ্যাল এইড অফিস থেকে আইনি সহায়তা নিয়ে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

ঘটনা ২ :

যৌতুকের দাবিতে ছয় মাস বয়সী সন্তানকে রেখে দিয়ে মোমেনাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন তার স্বামী। স্থানীয় উঠান বৈঠকে সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন তিনি। এরপর সন্তানকে উদ্ধার, দেনমোহর ও ভরণপোষণ আদায়ের জন্য রাজশাহী জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে বিনামূল্যে আইনি সেবা নিতে আসেন মোমেনা। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের আন্তরিক উদ্যোগে আলোচনার মাধ্যমে মোমেনা ও তার স্বামী সোলেমানের সমস্যার সমাধান করা হয়। সমাধানটা সুখকর! রহিমা আবার ফিরে গেছেন তার সংসারে, প্রিয় সন্তানের কাছে।

ঘরের বন্ধ দরজা-জানালা খুলে দিলে যেমন আলো-বাতাস আসে, তেমনি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে অসহায় বিচারপ্রার্থীরা ন্যায়বিচারের আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। আজ আমরা এই আশার আলো নিয়েই কথা বলবো...

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে, আইনের চোখে আমরা সবাই সমান। তার মানে, ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু অনেক সময়েই সংবিধানে দেয়া এই অধিকার আমরা বাস্তবে দেখতে পাই না। দারিদ্র্যের কারণে আদালত-উকিলের ব্যয়ভার বহনে আমরা অনেকেই অপারগ। আবার প্রচারণার অভাবে আমাদের হাতের কাছে থাকা সরকারি আইনি সেবার অনেক তথ্যই আমরা জানতে পারি না। আরো আছে কোর্ট-কাচারিতে দালাল/ মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম। এসব কিছুই আমাদেরকে আইনি অধিকার পাওয়া থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে বারবার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

অনুচ্ছেদ ২৭

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

অসহায় ও দরিদ্রদের জন্য সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল

এ সকল বাধা পেরিয়ে আইনগত অধিকার পেতে আমরা যেতে পারি জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যালয়ে (ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল এইড অফিস)। এই অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। তার সাথে আছেন স্থানীয় আইনজীবীগণের একটি প্যানেল, যারা দরিদ্র বিচারপ্রার্থীদের মামলা পরিচালনা করেন।

সরকারি আইন সেবাকে সবার দ্বারে পৌঁছে দিতে উপজেলা পর্যায়ে 'উপজেলা লিগ্যাল এইড কমিটি (উজল্যাক)'এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে 'ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি (ইউল্যাক)' আছে। এছাড়াও দূরবর্তী জনবসতির জন্য চৌকি ও শ্রমিকদের সহায়তার জন্য শ্রম আদালতেও আছে বিশেষ কমিটি। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে চলমান প্রযোজ্য মামলায় সরকারি খরচে আইনি সেবা দিতে ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়েছে 'সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস'। এই সকল আয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে অসহায়-দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের কাছে আইনি সহায়তার আশার আলো পৌঁছে দিচ্ছে প্রতিদিন।

চলুন দেখি ও জানি- 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা'র পথ পরিক্রমা

২০০০

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন পাশ

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার যাত্রা শুরু

২০০৯ থেকে ২০১০

লিগ্যাল এইড কার্যক্রমের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন শুরু

কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অফিস ও জনবল নিয়োগ

২০১১ থেকে ২০১২

সরকারি আইনি সহায়তা তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ

আইন সহায়তা কার্যক্রমে ডিজিটাল প্রক্রিয়া চালু

২০১৩

২৮ এপ্রিল কে জাতীয় আইন সহায়তা দিবস ঘোষণা ও প্রথমবার উদ্‌যাপন

২০১৫

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন

সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস উদ্বোধন

২০১৬

সরকারি আইনি সহায়তায় জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০ -এর শুভ উদ্বোধন

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় চলমান সেবাসমূহ

সবার জন্য

আইনি পরামর্শ, কাউন্সিলিং ও তথ্য সহায়তা প্রদান

**সরাসরি বা হেল্পলাইনের মাধ্যমে*

বিকল্প পদ্ধতিতে আপস-মীমাংসার ব্যবস্থা

**মামলা দায়েরের আগে ও পরে*

দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের জন্য

সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান

সরকারি আইনগত সহায়তা কী?

আইনগত সহায়তা হলো, আর্থিকভাবে দরিদ্র ও অসহায় এবং বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে অসমর্থ এমন বিচারপ্রার্থীকে আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করা।

সরকারি আইনি সেবাসমূহ

- বিনামূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ ও ফি পরিশোধ
- মধ্যস্থতার মাধ্যমে কোনো মামলা নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতাকারীর সম্মানী পরিশোধ
- বিনামূল্যে রায় বা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ
- ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ
- ফৌজদারি মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ
- মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় পরিশোধ

কীভাবে এই সেবা পাবেন?

সরকারি খরচে আইনি সহায়তা লাভের জন্য জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির নিকট আবেদন করতে হয়। পাশাপাশি, ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আবেদন করা যেতে পারে।

এছাড়া সুপ্রীম কোর্টের লিগ্যাল এইড অফিস এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের শ্রম আদালতে অবস্থিত শ্রম আইন সহায়তা সেলের কার্যালয়েও আবেদন করা যায়।

কাদের জন্য সরকারি আইনি সেবা ?

একটি আদর্শ পৃথিবীতে সকল নাগরিকের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের মতো দেশের জনসংখ্যা আর অর্থনৈতিক অবস্থা বিচারে তা সম্ভব নয়। তাই সরকার শুধু দরিদ্র ও অসহায় এবং নিজ খরচে মামলা পরিচালনা করতে পারেন না এমন বিচারপ্রার্থীদের জন্য আইনগত সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। আসুন দেখি কারা কারা সরকারি খরচে আইনি সহায়তা পাবেন...

১. আয়সীমা (ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আয়ের সনদপত্র দাখিল সাপেক্ষে):

- অসচ্ছল বা আর্থিকভাবে দরিদ্র যেকোনো ব্যক্তি- যার বার্ষিক গড় আয় ১ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে নয়। সুপ্রীম কোর্টে আইনি সহায়তার জন্য এই সীমা ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত
- গেজেটেড মুক্তিযোদ্ধা, যার বার্ষিক গড় আয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার উর্দ্ধে নয়

২. বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি:

- বয়স্কভাতা পাচ্ছেন এমন ব্যক্তি, ভিজিডি কার্ডধারী দুস্থ নারী

৩. বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও সহায়হীন ব্যক্তি:

- অসচ্ছল বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত নারী
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং যেকোনো শিশু
- পাচারের শিকার ব্যক্তি, এসিডদগ্ধ ব্যক্তি
- বিনা বিচারে আটক ব্যক্তি

অসহায় ও দরিদ্র হলে এ ধরনের সেবা বাদী ও বিবাদী উভয়েই পেতে পারেন

৪. জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত অসহায় বা অসচ্ছল কারাবন্দি

সরকারি আইন সহায়তার জানালাগুলো খুলে দিয়ে যদি দেশের সব মানুষকে আইনের আশ্রয় লাভের সমান সুযোগ করে দেয়া যায়, তাহলে ন্যায়বিচার পাওয়ার যে আশা আমরা সবাই করি, সে আশার আলো আসবেই।

বলতে পারেন?

সবকয়টি প্রশ্নের তিনজন সঠিক উত্তরদাতার জন্য
আকর্ষণীয় পুরস্কার

পুরস্কার জেতার তিন প্রশ্ন:

১. 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' [এনএলএএসও] কাদের জন্য কাজ করে?

২. মামলার চেয়ে 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' কেন ভালো?

৩. কোনো সমস্যা নিয়ে কোথায় গেলে আইনি সহায়তা সহ 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' করা যায়?

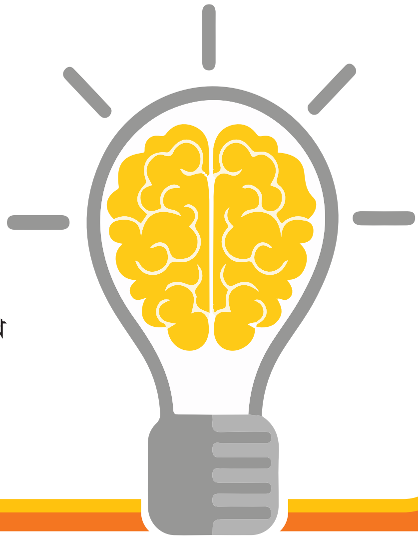

প্রশ্ন তিনটির সঠিক উত্তর সহ- আপনার নাম, মোবাইল নম্বর ও বিস্তারিত ঠিকানা লিখে আগামী ১৫ মে ২০১৮ তারিখের মধ্যে পাঠিয়ে দিন নিচের ঠিকানায় :
রুল অব ল প্রোগ্রাম, জিআইজেড বাংলাদেশ, জিপিও বক্স ৬০৯১

ডাকযোগে পুরস্কার পৌঁছে যাবে সঠিক উত্তরদাতার ঠিকানায়

শর্ত: জিআইজেড বা তার সহযোগী কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না

বিশেষ রচনা

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে বিকল্প পদ্ধতিতে আপস-মীমাংসার সুযোগ

বিরোধ হলে শুধু মামলা নয় ★ লিগ্যাল এইড অফিসে আপসও হয় ★

আমরা জানি যে, সরকার দরিদ্র ও অসহায় বিচারপ্রার্থীদের মামলা পরিচালনার খরচ দিচ্ছে। সরকারি সহায়তায় আপনি যেমন মামলা করতে পারবেন, তেমনি চাইলে আদালতের বাইরে আলোচনার মাধ্যমে আপনার সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানও করতে পারবেন। মামলা দায়েরের আগে উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে মীমাংসাযোগ্য বিরোধসমূহ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে নিষ্পত্তি করা যায়। একই সাথে মামলা দায়েরের পরেও আদালতের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মীমাংসাযোগ্য মামলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার সুযোগ রয়েছে।

আলোচনার মাধ্যমে কেন বিরোধ নিষ্পত্তি করবো?

- আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ, আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে জটিল;
- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় ২/৩ টি ধার্য তারিখে আলোচনার মাধ্যমে বিনা জটিলতায় বিরোধের সন্তোষজনক সমাধান করা যায়;
- এছাড়া নিষ্পত্তির মাধ্যমে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ আদায়ের শর্ত আরোপ ও ফলো-আপ করা হয়।

আপসযোগ্য বিরোধগুলো আদালতের বাইরে সমাধান করতে পারলে বিচারব্যবস্থায় মামলার জমে থাকা চাপ অনেকটা কমবে বলে আশা করা যায়।

যেসব বিরোধ বা মামলা মীমাংসা বা মধ্যস্থতার জন্য উপযুক্ত

- যেকোনো দেওয়ানি বিরোধ
- যেকোনো পারিবারিক বিরোধ
- আপসযোগ্য ফৌজদারি বিরোধসমূহ
- চুক্তিপত্র থেকে উদ্ভুত বিরোধ
- অতীব ছোট-খাটো বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বিরোধ নিয়ে দায়েরকৃত মামলা
- যৌতুক দাবি সংক্রান্ত বিরোধসমূহ বা মামলা
- বাণিজ্যিক লেনদেন হতে সৃষ্ট বিরোধ

আপসযোগ্য বিরোধের ক্ষেত্রে মামলা না করে আমরা যদি আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করি তাহলে অর্থ ও সময়ের পাশাপাশি পারস্পরিক সম্পর্কও রক্ষা পাবে।

ভেবে দেখুন, এর ফলে আদালতের উপর মামলার চাপ কমবে। এতে হয়তো আপসযোগ্য নয় এমন বিরোধের জন্য করা আপনারই কোনো মামলা প্রত্যাশিত সময়ে নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে।

কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের নিঃসন্তান রহিমা বেগমের স্বামী কাতারে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। বিয়ের মাত্র দেড় বছরের মাথায় কাতারে থাকাকালীন তিনি মারা যান। রহিমার স্বামী ওয়ারিশ সূত্রে ২৪ কাঠা সম্পত্তির মালিক ছিলেন। কিন্তু স্বামীর পরিবার রহিমাকে স্বামীর সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ না দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সালিশ ডেকেও রহিমা কোনো সমাধান পাননি, বরং শ্বশুর পক্ষের যোগসাজশে চেয়ারম্যান তাকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ দেন। দিশেহারা রহিমা বাধ্য হয়ে নানীর বাড়ি চলে আসেন।

সেখানে উপজেলা পরিষদে লিগ্যাল এইডের পোস্টার দেখে রহিমা কুমিল্লা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যোগাযোগ করেন। রহিমার অভিযোগের ভিত্তিতে লিগ্যাল এইড অফিসার রহিমার শ্বশুরবাড়িতে নোটিশ পাঠান। লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় আলোচনার মাধ্যমে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে সম্পত্তির দাম বাবদ ৬ লক্ষ টাকা দেয়। এছাড়াও লিগ্যাল এইড অফিসারের নির্দেশে রহিমার ভাসুর এলাকার চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলেন। চেয়ারম্যান তার ভুল বুঝতে পেরে পূর্বের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন এবং রহিমাকে গ্রামে ফেরত আসতে সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

টাকা বুঝে পেয়ে ও গ্রামে ফেরত যাওয়ার সুযোগ পেয়ে রহিমা হতবাক হয়ে বলেন, ‘‘মামলা না করে আলোচনার মাধ্যমে বিনামূল্যে লাখ টাকার সেবা পাবো বলে কল্পনাও করি নাই।’’

আইনি সহায়তা পাওয়া আমার অধিকার
তবু কেন বিকল্প নিষ্পত্তির জয় জয়কার

মামলা মানে

- আদালতের খরচ, উকিলের খরচ
- দালাল/ মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম
- তারিখ মতো নিয়মিত হাজিরা
- একজন হারবেন একজন জিতবেন

আপস-মীমাংসা মানে

- আলোচনার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি
- অর্থ ও সময় দুটোই বাঁচলো
- কেউ হারলো না, উভয় পক্ষই জিতলো
- উভয় পক্ষের পুনর্মিলন

১৬৪৩০ জাতীয় হেল্পলাইন

বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ এখন হাতের মুঠোয়

'রূপকল্প ২০২১'-কে সামনে রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থাপিত 'জাতীয় হেল্পলাইন ১৬৪৩০'। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে সহজেই পৌঁছে দেয়া হচ্ছে আইনগত পরামর্শ, কাউন্সিলিং ও সরকারি আইনি সহায়তার তথ্য। ২০১৬ সালের ২৮শে এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই হেল্পলাইন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই হেল্পলাইনের মাধ্যমে সাধারণ বিচারপ্রার্থীদের বিশেষ করে নারীদের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

আসুন আজকে তেমনই সিলেটের এক নারী মাকসুদার গল্প শুনি...

মাকসুদার মত আপনিও যেকোনো আইনি পরামর্শের জন্য জাতীয় হেল্পলাইনে ফোন করতে পারেন।

কেন হেল্পলাইনে ফোন করবেন?

- বিনামূল্যে হেল্পলাইনে ফোন করে আইনি পরামর্শ পাওয়াতে একদিকে যেমন অর্থ ও সময় বাঁচে অন্যদিকে হয়রানি হতে হয় না;
- হেল্পলাইন থেকে প্রাপ্ত সমস্যাগুলো প্রয়োজনে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠানো হয়;
- জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ও প্যানেল আইনজীবীদের সেবা সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া যায়;
- আইনগত সেবা সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানো যায়।

হেল্পলাইনের মাধ্যমে কী ধরনের সেবা পাবেন?

- আইনি পরামর্শ, কাউন্সিলিং ও তথ্য সহায়তা
- কোন মামলা কীভাবে ও কোথায় করা যাবে, সে সম্পর্কিত তথ্য

কোন ধরনের সমস্যায় হেল্পলাইনে ফোন করবেন?

পারিবারিক, দেওয়ানি ও ফৌজদারি সব ধরনের সমস্যাতেই আপনি হেল্পলাইনে ফোন করতে পারেন।

যেমন: পারিবারিক বিরোধ, পারিবারিক ও সামাজিক সহিংসতা, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, সাইবার অপরাধ, শিশু অধিকার, শ্রম অধিকার, যৌতুক, অপহরণ, জালিয়াতি, অভিভাবকত্ব, মৃত্যু-দন্ডাদেশ, পিতা-মাতার ভরণপোষণ, স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মামলা, ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ, হামলা, মানব পাচার, ডাকাতি, চুরি, অনুসন্ধান পরোয়ানা, ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, চুক্তি বিষয়ে, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, অনধিকার প্রবেশ সহ অন্যান্য।

আইনি সমস্যার সমাধান যাত্রা

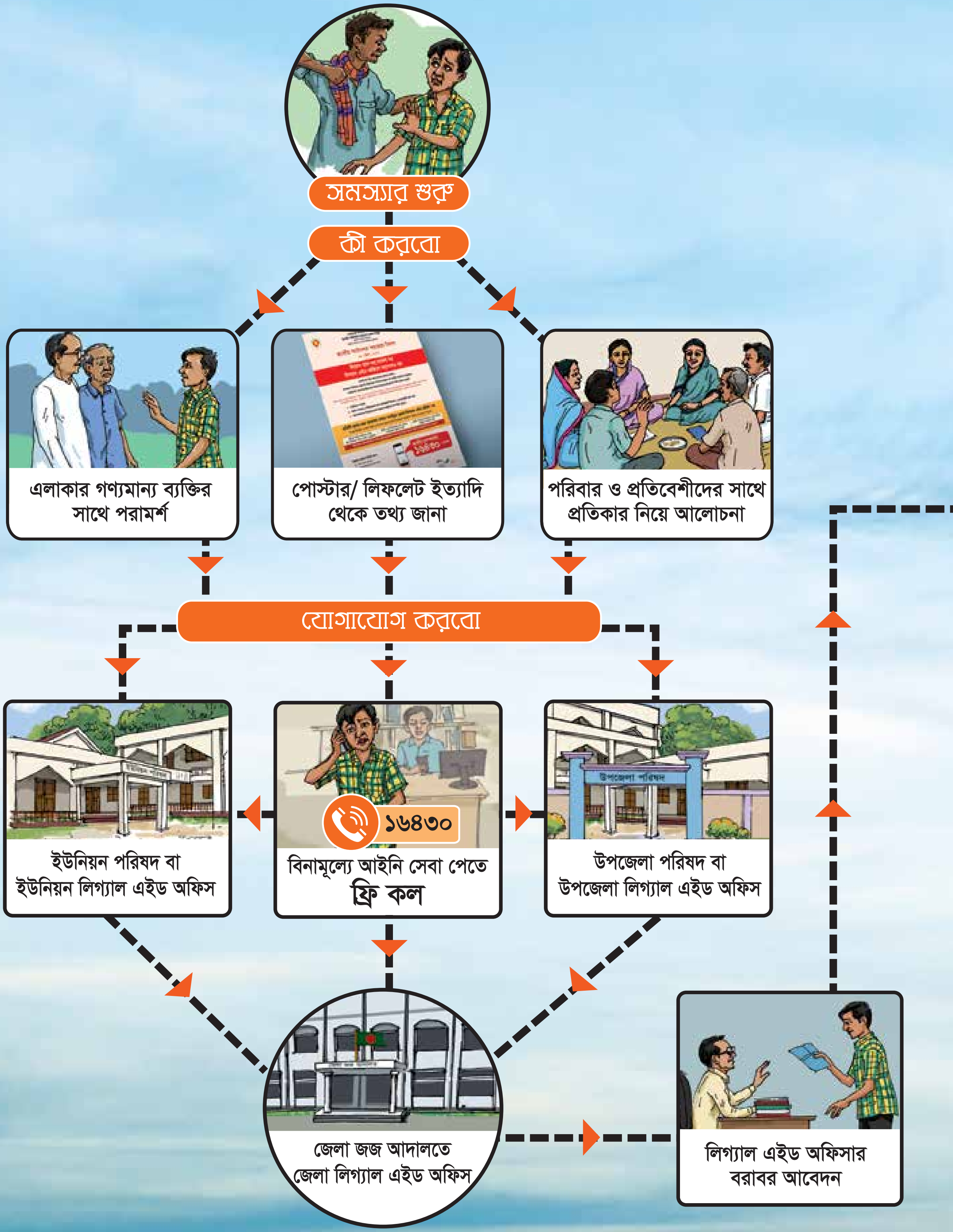

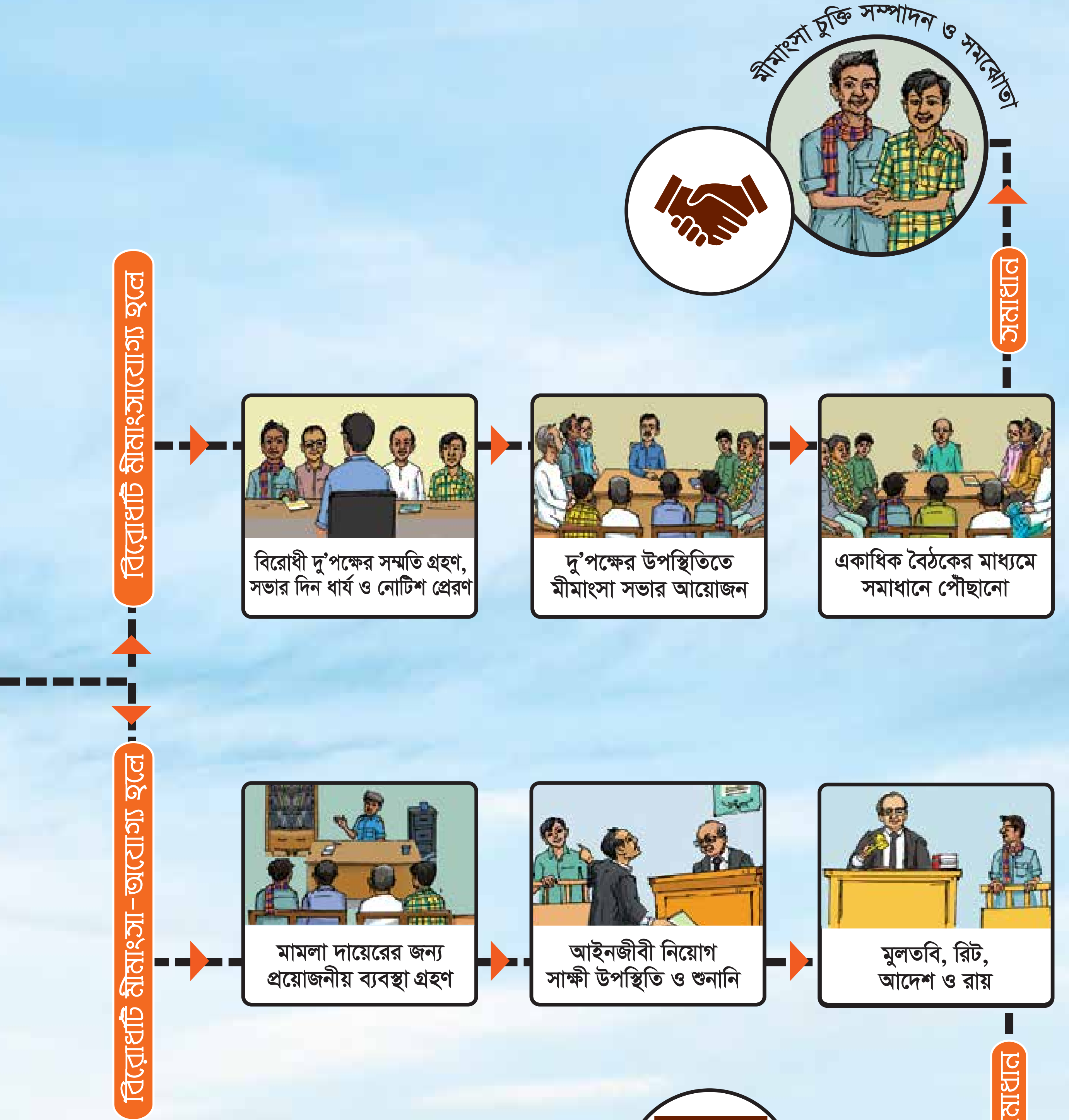

কারাগারে থেকেও কীভাবে আইনি সেবা পাওয়া যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে

আগামী সংখ্যায়
চোখ রাখুন

সাক্ষাৎকার

অসহায়, দরিদ্র মানুষের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের মহতি উদ্যোগ বাস্তবায়নে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (এনএলএএসও)' দেশব্যাপী বিনামূল্যে আইনগত সহায়তা প্রদান করছে। এনএলএএসও -এর বর্তমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে আমরা কথা বলেছি সংস্থাটির বর্তমান পরিচালক মোঃ জাফরোল হাছানের সাথে। খোলা জানালার পাঠকদের জন্য স্বাক্ষাৎকারের মূল অংশ তুলে ধরা হলো।

মোঃ জাফরোল হাছান
পরিচালক (সিনিয়র জেলা জজ)
জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত আপনাদের উল্লেখযোগ্য সফলতাগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

- বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা দিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার "আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০" প্রণয়ন করেছে। এ আইনের আওতায় সরকার "জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা" প্রতিষ্ঠা করে। এই সংস্থার অধীনে প্রত্যেক জেলার জজকোর্ট প্রাঙ্গণে 'জেলা লিগ্যাল এইড অফিস' স্থাপিত হয়েছে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে স্থাপিত হয়েছে 'সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস'। জেলা (ডিল্যাক), উপজেলা (উজল্যাক) ও ইউনিয়ন (ইউল্যাক) পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও চৌকি ও শ্রম আদালতেও গঠিত হয়েছে বিশেষ কমিটি। এ সকল কমিটি ও কার্যালয়ের মাধ্যমে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে:

- ২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত ডিল্যাক -এর মাধ্যমে সর্বমোট ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৪০ জনকে সরকারি খরচে আইনজীবী নিয়োগসহ তাদের মামলার প্রাসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে;
- ২০১৫-২০১৭ পর্যন্ত লিগ্যাল এইড অফিসার সর্বমোট ৬ হাজার ৪৯২ টি বিরোধ (মামলা দায়েরের আগে ও পরে) নিষ্পত্তি করেছেন। মধ্যস্থতার মাধ্যমে সর্বমোট ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৪৯ টাকা আদায় করতে সহায়তা করেছেন;
- ২০০৯-২০১৭ পর্যন্ত ডিল্যাক -এর মাধ্যমে সর্বমোট ২৭ হাজার ৯৮৬ জনকে আইনগত পরামর্শ দেয়া হয়েছে;
- ২০১৫-২০১৭ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ৮১০ টি মামলা দায়েরে সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং ২ হাজার ১৪৯ জনকে আইনি পরামর্শ দেয়া হয়েছে;
- ২০১৩-২০১৭ পর্যন্ত শ্রমিক আদালতের মাধ্যমে ৯ হাজার ১৩৭ জনকে আইনগত সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং ১ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার ৩৪১ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে;
- সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত জাতীয় হেল্পলাইনের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২২ হাজার ১২১ জন সেবাপ্রার্থীকে আইনগত তথ্য দেয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। এ সংবিধানে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার ও সমতা- এই চারটি মূলনীতিসহ বিচার প্রক্রিয়ায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার বিধান সন্নিবেশিত হয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে বিগত নয় বছরে (২০০৯- ২০১৭) বাংলাদেশে সরকারি আইনি সেবা কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যা সংবিধান প্রতিশ্রুত সকল নাগরিকের ন্যায়বিচারে প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত অধিকারের বহিঃপ্রকাশ।

এই সফলতার পেছনে কোন কোন মৌলিক বিষয়গুলো সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে বলে আপনি মনে করেন?

- এই সফলতার পেছনে বর্তমান সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা; জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ ও প্যানেল আইনজীবীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা; জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

সরকারি আইনি সেবাকে আরো কার্যকরভাবে বিচারপ্রার্থীদের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো কী কী?

- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) শুরু হয়েছে। কিন্তু ডিল্যাক অফিসকে 'এডিআর কর্ণার' বা 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল' হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে আরো সময়ের প্রয়োজন;
- বিচারপ্রার্থীকে আইনি পরামর্শ প্রদান ও আপসযোগ্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিকল্প বিরোধ পদ্ধতি আরো যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে;
- সকল জেলায় পূর্ণকালীন লিগ্যাল এইড অফিসার না থাকা;
- আরো বেশি হারে আপসযোগ্য মামলা আদালত থেকে ডিল্যাক অফিসে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;
- ২৪ ঘন্টা আইনগত সহায়তা সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি জাতীয় হেল্পলাইন চালু রয়েছে, কিন্তু জনবলের স্বল্পতার কারণে বর্তমানে হেল্পলাইন কল সেন্টারটি সকাল ০৯:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ০৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত সেবা দিতে সক্ষম।

আপনাদের কার্যক্রমে ইতোমধ্যে মামলা দায়েরের পূর্বে ও মামলা দায়েরের পরে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি সংযুক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

-'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা ২০১৫' -এর আওতায় ২০১৫ সালের জুলাই-ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্ত বিরোধ (মামলা দায়েরের আগে ও পরে) ছিল মাত্র ৭০৫ টি। ২০১৬ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৬০৯ টি। ২০১৬ সালে সুবিধাভোগীদেরকে ২ কোটি

৪ লক্ষ ২১ হাজার ৭০০ টাকা আদায় করে দেয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ৪ হাজার ১৬২ টি বিরোধ বিকল্পভাবে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই সময়ে সুবিধাভোগীদেরকে ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৪৯ টাকা আদায় করে দেয়া হয়েছে। কাজেই বলতে পারি যে, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম কীভাবে আদালতে মামলা সংখ্যা কমাতে ভূমিকা রাখতে পারে?

- বর্তমানে দেশের উচ্চ ও নিম্ন আদালতগুলোতে প্রায় ৩৩ লাখেরও বেশি মামলা চলমান আছে এবং দিন দিন মামলার সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। মামলা জট কমাতে বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। প্রচলিত ধারায় একটি মামলা নিষ্পত্তি করতে আদালতের বছরের পর বছর সময় লাগে। অথচ লিগ্যাল এইড অফিসারের মধ্যস্থতায় আপসযোগ্য মামলাগুলো এডিআর পদ্ধতিতে ২/৩ টি ধার্য তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি হতে পারে।

স্থানীয় পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিসহ আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করতে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' ও বেসরকারি সংস্থাগুলো কীভাবে অংশীদারিত্ব ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারে?

- বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরই আইনের ছকে বাঁধা। তাই প্রচলিত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি করতে অনেক সময় লাগে। ফলে মামলার বাদী-বিবাদী উভয়ই মানসিক চাপে থাকার পাশাপাশি আর্থিকভাবেও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অথচ আলাপ-আলোচনা বা সমঝোতার মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তি করা গেলে অতিরিক্ত অর্থ বা সময় ব্যয় ছাড়াই সন্তোষজনক প্রতিকার সম্ভব। স্থানীয় পর্যায়ে সালিশ, মিডিয়েশনের মত কার্যকর বিকল্প পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে বিরোধ মীমাংসা করার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলো এগিয়ে আসতে পারে। দরিদ্র ও অসহায় জনগণকে আইনগত অধিকার বিষয়ে সচেতন করে ন্যায় বিচারে তাদের সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে 'জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা' ও বেসরকারি সংস্থাগুলো একসাথে কাজ করতে পারে।

অসহায়, দরিদ্র কারাবন্দিদের জন্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে 'জেলা লিগ্যাল এইড অফিস' ও 'কারা কর্তৃপক্ষের' মধ্যে কীভাবে আরো বেশি তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত ও সার্বিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা যায়?

- আমরা জানি যে, কারাবন্দিরা জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস থেকে আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জিআইজেড -এর যৌথ প্রকল্প 'ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্যা রিয়াল সিচ্যুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি)' -এর আওতায় কর্মরত প্যারালিগ্যালগণ কারাভ্যন্তরে দরিদ্র, অসহায় বিচারপ্রার্থী বন্দি শনাক্তকরণে কারা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করেন। বন্দিগণকে তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে সচেতন করেন। মামলা চলাকালীন প্যারালিগ্যালগণ বন্দির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ফরম, ওকালতনামা ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। এভাবেই কারাবন্দিদের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ও কারা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও তথ্য আদান-প্রদানে প্যারালিগ্যালগণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারেন।

কারাবন্দিদের জন্য আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন করতে পারেন। কারা কর্তৃপক্ষ এবং লিগ্যাল এইড অফিসের মধ্যে বিচারপ্রার্থী বন্দি সংক্রান্ত তথ্য আদান প্রদানের জন্য কোন স্বয়ংক্রিয় টুল্‌স বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে।

সরকারি আইনি সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে আপনাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী? এই সেবা সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষকে সেবা দিতে বেসরকারি সংস্থাগুলো কীভাবে সহায়তা করতে পারে?

- সরকার প্রদত্ত আইনগত সেবা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রচারণামূলক বিজ্ঞাপন ও তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে যা বর্তমানে বিটিভিসহ সকল টিভি চ্যানেল ও বেতারে প্রচারিত হচ্ছে। এছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান (পোস্টার, লিফলেট ও পুস্তিকা প্রকাশ, উঠান বৈঠক, মাইকিং) শুরু করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আরো প্রচারণা চালাতে এবং কার্যকর সেবা নিশ্চিত করতে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। এক্ষেত্রে যা করা যেতে পারে:

- জেলখানাগুলোতে নিয়মিত পরিদর্শন করে আইনগত সহায়তা বঞ্চিত বন্দি থাকলে তাঁকে সহায়তা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- প্যানেল আইনজীবীগণ মামলাগুলি সঠিকভাবে এবং আন্তরিকতার সাথে পরিচালনা করছেন কি না সে বিষয়ে যৌথ মনিটরিং -এর ব্যবস্থা করা;
- আইনগত সহায়তা প্রদানকারী এনজিওদেরকে জেলা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা;
- এছাড়াও জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে শক্তিশালী ও সমন্বিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করা।

হাঁটি হাঁটি পা পা করে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এখন ১৮ বছরের তরুণ। তরুণ এই সংস্থার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কী?

- লিগ্যাল এইড অফিসসমূহের লিগ্যাল এইড বিষয়ক যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি ডিজিটাল ডাটাবেইজ তৈরি করা;
- পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইনি সেবা নিশ্চিতকল্পে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পরিচালিত সকল আইনি সেবাকে একটি প্যাকেজের আওতায় এনে যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আইনি সহায়তার জন্য একটি সমন্বিত 'প্যাকেজ সার্ভিস' পরিচালনা করা;
- নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা নিশ্চিত করা;
- জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে দূর-দূরান্ত থেকে আগত নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীসহ সকলের জন্য পৃথক ওয়েটিং রুম, টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- শ্রমজীবী নারী ও পুরুষ কর্মীদের মজুরী, নিরাপত্তা ও চাকুরির অধিকার সংক্রান্ত বিরোধগুলো নিষ্পন্ন করতে সকল শ্রম আদালত ও ট্রাইব্যুনালে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

আশা করি এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

লিগ্যাল এইড অফিসে কিছুই দিলাম না, কিন্তু কত কিছুই পেয়ে গেলাম

২০১৩ সালে রেহেনার বিয়ে হয় কুমিল্লা সদর দক্ষিণের রাসেলের সাথে। অনেক স্বপ্ন নিয়ে সংসার শুরু করলেও বিয়ের কিছু দিনের মধ্যে রেহেনার স্বপ্নে ভাঙন ধরে। বিয়ের সময় রেহেনার বাবা ২ ভরি অলংকার ও ৫০ হাজার টাকার আসবাবপত্র দেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাসেল ব্যবসা করবে বলে রেহেনার বাবার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা চেয়ে নেন। মাস খানেক পরেই রাসেল বিদেশে যাওয়ার জন্য আবার টাকা চান। রেহেনার গরিব বাবা টাকা দিতে না পারলে রাসেল এবং তার মা রেহেনাকে মারধর শুরু করে। রেহেনার বাবা বাধ্য হয়ে গ্রামে সালিশ ডাকেন। সালিশে রাসেলের পরিবার যৌতুক চেয়ে মারধর করবে না বলে অঙ্গীকার করে রেহেনাকে নিয়ে যান। কিন্তু দুই মাস যেতে না যেতেই তারা গর্ভবতী রেহেনাকে মারধর করে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেন।

মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার চাইতে রেহেনার বাবা যৌতুক নিরোধ আইনের অধীনে মামলা দায়ের করেন। মামলা পরিচালনায় অনেক টাকা খরচ করলেও মামলাটি সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে খারিজ হয়ে যায়। ইতোমধ্যে রেহেনা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। রাসেল সন্তানের কোনো খোঁজ খবরতো রাখেননি বরং রেহেনাকে তালাক নোটিশ পাঠান। শেষ ভরসা হিসাবে রেহেনা পারিবারিক আদালতে দেনমোহর ও খোরপোষের জন্য মামলা করেন। মামলা সাক্ষ্য গ্রহণ পর্যায়ে পৌঁছালে বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আপস নিস্পত্তির জন্য কুমিল্লা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পাঠান।

> **চার বছরের চাকরি জীবনে অনেক রকমের অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু রেহেনার বিরোধটি সমাধান করতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। দেনমোহরের টাকা হাতে পাওয়ার পর তার কান্নাভেজা মুখটা দেখে সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল আমি অন্যরকম কিছু পেলাম। মানুষের সেবা করার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও তাদের ভালোবাসা পেলাম।**
>
> ফারহানা লোকমান
> *জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সহকারী জজ)*
> *কুমিল্লা*

প্রাথমিক আলোচনায় রাসেল, রেহেনার সব অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং রেহেনা ২ লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছেন বলে দাবি করেন। আলোচনা চলাকালে রাসেল দ্বিতীয় বিয়ে করেন, ফলে রেহেনা আর রাসেলের সংসারে ফিরে যেতে চাননি। রাসেল প্রথমে দেনমোহরের অর্ধেক টাকা দিতে চাইলেও পরে কাবিনের উসুল বাবদ ১ লক্ষ ৪০ হাজার, রেহেনা ও বাচ্চার বকেয়া খোরপোষ বাবদ ৬৩ হাজার টাকা মোট চার কিস্তিতে দিতে রাজি হন। এছাড়াও বাচ্চার ভবিষ্যত খোরপোষ বাবদ প্রতি মাসে ১২০০ টাকা করে দেবেন বলে আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়- যা প্রতি বছর ২০০ টাকা করে বৃদ্ধি পাবে।

রাসেল প্রথম কিস্তির টাকা সেদিনই রেহেনার হাতে তুলে দেন। হাতে টাকা পেয়ে রেহেনা কান্নায় ভেঙে পড়েন। কাঁদতে কাঁদতেই বলেন ‘‘আমার সমস্যার সমাধানের জন্য কত জায়গায় গেছি, কত মানুষের কাছে বিচার চাইছি কিন্তু কখনো কিছু পাই নাই। শুধু জায়গায় জায়গায় টাকা দিয়ে গেছি আর হয়রানি হইছি। লিগ্যাল এইড অফিসে কিছুই দিলাম না, কিন্তু কতকিছুই পেয়ে গেলাম।’’

কারাভ্যন্তরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন:

কারাবন্দিদের সাথে মেলবন্ধন

২৮ এপ্রিল ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস’। দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীসহ সাধারণ মানুষকে সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন করা।

প্রতিবারের মত এবছরও দেশব্যাপী ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দিবসটি পালিত হয়। এবারের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো- ‘বিরোধ হলে শুধু মামলা নয়, লিগ্যাল এইড অফিসে আপসও হয়’। এদিন সকাল ১০টায় ঢাকাস্থ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৭’ -এর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইনি সেবার বার্তা পৌঁছে দিতে সারাদেশে র‍্যালী, লিগ্যাল এইড মেলা, আলোচনা সভা, পথ নাটিকা, টক-শো, গোল টেবিল বৈঠক, সভা-সেমিনার, লিফলেট বিতরণ, মাইকিং ও রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি জিআইজেড -এর ‘রুল অব ল’ প্রোগ্রাম, জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি (ডিল্যাক) এবং জেল কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে প্রথমবারের মত দেশের ৩২টি জেলা- ঢাকা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নরসিংদী, গোপালগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, শরীয়তপুর, সিলেট, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মৌলভীবাজার, পাবনা, পটুয়াখালী, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, নাটোর, শেরপুর, নোয়াখালী, কিশোরগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ -এর কারাভ্যন্তরে আইনি সহায়তা বিষয়ে সচেতনতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে জেলা ও দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (ডিল্যাক -এর সদস্য সচিব), পাবলিক প্রসিকিউটর, জেল সুপার, ডেপুটি জেলার, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কারাবন্দিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের কাছে আইনি সহায়তা বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জানতে চান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত ‘বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি’ বিষয়ক একটি ডকুড্রামা এবং প্যারালিগ্যালদের কার্যক্রমের উপর নির্মিত একটি এ্যানিমেশন ফিল্ম দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে কারাবন্দিরাও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এই উদ্‌যাপন বিচারব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কারাবন্দিদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলে। অনুষ্ঠানে অংশ নেয়ার মাধ্যমে কারাবন্দিরা তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, ফলে তারা সরকারি আইনি সেবা গ্রহণে উৎসাহিত হবেন বলে আশা করা যায়।

২৮ এপ্রিল, শনিবার

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৮

সরকারি আইনি সহায়তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে

দিবসের কার্যক্রমে অংশ নিন

খোলা জানালা

বর্ষ ০৪, সংখ্যা ০১, মার্চ ২০১৮

একবার ভাবুনতো

বর্তমানে বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে মোট বন্দি সংখ্যা **৭৯ হাজার ২৮০**
বন্দিদের দৈনিক খাওয়া খরচ বাবদ **৬০** টাকা হিসেবে[১]
প্রতিদিনের খরচ হয় **সাড়ে ৪৭ লক্ষ** টাকা, বছরে **১৭৩ কোটি** টাকা

তার মানে,
পৌনে ২ বছরে
মোট খরচ প্রায়
৩০৫ কোটি
টাকা

=

‘যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক’-এর মতো একটি বড় কারখানা স্থাপনের মোট ব্যয়- যেখানে কাজ পেতে পারেন **৫ হাজার মানুষ!**[২]

আসুন, অযথা মামলায় না যেয়ে মামলাজট কমাই -দেশের উন্নয়ন বাড়াই

তথ্যসূত্র: ১. বাংলাদেশ জাস্টিস অডিট ২০১৩
www.bangladesh.justiceaudit.org
২. প্রথম আলো অনলাইন, ১০ ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকাশনায়: ইমপ্রুভমেন্ট অব দ্যা রিয়াল সিচ্যুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (আইআরএসওপি) প্রকল্প
স্বত্ত্ব: জিআইজেড বাংলাদেশ
যোগাযোগ: রুল অব ল প্রোগ্রাম, জিআইজেড বাংলাদেশ, **পি.ও. বক্স:** ৬০৯১, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
ই-মেইল: giz-bangladesh@giz.de, **ওয়েব:** www.giz.de/bangladesh
ছবি: আইআরএসওপি প্রকল্প, **ডিজাইন** এবং **মুদ্রণ:** ডিজাইন বক্স, ঢাকা, **প্রকাশকাল:** মার্চ ২০১৮